# পার্থক্য

(গল্পগ্রন্থ – নবাগত)

সকাল হইতে ভিখিরির উপদ্রব লাগিয়াই আছে।

এদিকে ঘরে চাউল নাই, ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। গৃহিণী জানাইলেন, চাউল যা আছে তাহাতে আর দিনচারেক চলিবে। বাজারে চাউল নাই একথা বলিলে ভুল হইবে, আছে চোরাবাজারে, সাঁইত্রিশ টাকা মণ।

গৃহিণীকে শুনাইয়া বলিল—ভাতের ফ্যানে যা কিছু সার অংশ থাকে। ফ্যান যে ফেলেদেওয়া হয়, ওতে সত্যিই আমাদের বড্ড...মানে যা কিছু পুষ্টিকর ওর সঙ্গে বেরিয়ে যায়। সাহেবেরা ফ্যান ফেলে না, জাপানীরা ফেলে না।

আমার ইঙ্গিত বাড়ির কেহই বুঝিল না। ঝরঝরে ভাতই খাইতে লাগিলাম।

শুনিলাম আর দু'দিন চলিবে চাউলে। তার উপর ভিখিরি। সকাল হইতেই শোন—মাদু'টি চাল দেন, মা একটু ফ্যান—

মনে সহানুভূতি জাগায় না, রাগ ধরে। ঘরে নাই চাউল, কেবল ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাওসকাল হইতে! হিসাব করা চাউল আজকাল। এদিকে বাজারে ও-দ্রব্য প্রায় অমিল। সাঁইত্রিশ টাকা দরে চাউল কিনিয়া কতদিন চালাইব। কায়ক্লেশে যদি বা চলে, ভিখিরির উপদ্রবে আর তো পারি না! অথচ ভিক্ষা মিলিবে না বলিতে পারি না, সংস্কারে বাধে।

বাল্যে পল্লীগ্রামের বাড়িতে থাকিতে দেখিতাম, মুষ্টিভিক্ষা হইতে ফকির বৈষ্ণবকে কেহকখনো বঞ্চিত করিত না। সেই হইতে কেমন একটা সংস্কার দাঁড়াইয়া গিয়াছে—ভিক্ষা না দিয়াপারি না।

কিন্তু আসিলে বিরক্ত হই। না আসিলেই যেন ভাল।

সকালে ছোট ঘরে বসিয়া লিখিতেছি, চাকর বাজার হইতে বাড়ি ঢুকিল, হাতে মাঝারিগোছের একটি পুঁটুলি। বাড়ির ভিতর হইতে মেয়েরা কি চাউল আনিতে পাঠাইয়াছিল? ভাঁড়ারখালি? বলিলাম—ওতে কি রে?

রাজেন চাকরটি জিনিসটা লুকাইয়া লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, ভাবে বুঝিলাম। ধরা পড়িয়া একটু অপ্রতিভ হইল। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—চাল আজ্ঞে !

—ও, কত?

—দু'সের করে চাল আজ্ঞে জহুরির দোকানে। কনট্রোল—

—ও, কনট্রোলের দোকান তাহলে এখানেও হল? কত দিচ্চে?

—দু টাকার বেশি দেবে না আজ্ঞে।

এটা বাঙাল নয়, বিহার। তবুও এখানে কন্‌ট্রোল খুলিল, দু'টাকার বেশি চাউল কাহাকেওদেওয়া হইবে না—এ সব কি?

একজন ভিখিরি আসিয়া হাঁকিল—ভিক্ষে দেন মা-চাড্ডি ভিক্ষে—

রাজেন বলিল—ভিক্ষে হবে না যাও, চাল নেই-

লিখিতে লিখিতে বলিলাম—দে একমুঠো দে—

সঙ্গে সঙ্গে আসিল আর একজন। তাহাকেও ভিক্ষা দেওয়া হইল।

বেলা ন'টা আন্দাজ সময়ে আরো দুইজন। ভিক্ষা লইয়া তাহারাও চলিয়া গেল। এইবার একজন বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মনে তখন বিরক্তি ধরিয়াছে, রাজেনকে বলিলাম, ভিক্ষা নাদেয়। কিন্তু তবুও লোকটা কেন দেরি করিতে লাগিল, কেন তবুও যায় না, বার বার একঘেয়ে চিৎকার করিতে লাগিল। বড়ই রাগ হইল। বাহির হইয়া বলিলাম— ভিক্ষে হবে না, চলেযাও—আবার কি?

লোকটি বৃদ্ধ। পরনে একটু মলিন নেকড়া, হাতে একটা বেড়ানো টিনের মগ।জীর্ণশীর্ণ চেহারা বটে, তবে বাংলাদেশের ভিখিরির মতো কঙ্কালসার নয়।

লোকটা মগটা তুলিয়া টানিয়া টানিয়া বলিল—একটু ফ্যান দাও বাবা–বড্ড খিদেপেয়েচে—

রাগিয়া বলিলাম—কি আবদার রে! আবার ভাতের ফ্যান—

—দেন বাবা একটুখানি—

—ভাগ এখান থেকে! যাঃ—আবদার দ্যাখো—কোন সকালে রান্না হয়েছে, এখন ফ্যান। রয়েচে ওর জন্যে!

লোকটা হতাশভাবে চলিয়া গেল, আবার লিখিতে বসিলাম। ইহাতে আমার সংস্কারেবাধিল না। প্রতিদিন বরাদ্দ মতো মুষ্টিভিক্ষা তো দিয়াছি। ক'জনকে দেওয়া যায়? বেলা বাড়িল, স্নান করিতে যাইব, এমন সময় একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি গায়ে অধর্মলিন পিরান, পায়ে চটি জুতা, হাতে একগাছা বাঁশের লাঠি, জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল—বাবু, আপনারা ব্রাহ্মণ ?

মুখ তুলিয়া তারের বেড়ার ওপারে চাহিয়া বলিলাম—কেন, কি চাই?

লোকটা হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—ব্রাহ্মণেভ্যো নমো—

প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলাম—কোত্থেকে আসা হচ্চে?

—বাবু, ঢুকব বাড়ির ভেতর? আমিও ব্রাহ্মণ।

—হ্যাঁ আসুন।

লোকটা বাড়িতে ঢুকিল বটে, কিন্তু বারান্দায় না উঠিয়া উঠানেই দাঁড়াইয়া বলিল—একটাকথা আছে। অনেক খুঁজেচি, ব্রাহ্মণবাড়ি পাইনি। আমার বাড়ি নদে-শান্তিপুর —মুসাবনীতে আমার এক আত্মীয় কাজ করে, সেখানেই যাচ্চি। সঙ্গে একটি ছোট ছেলে আছে, ওইআতাতলায় বসিয়ে রেখে এসেছি। একটু খাবার জল যদি আমাদের দেন—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—তার আর বেশি কথা কি—বিলক্ষণ। ডেকে আনুন, ডেকে আনুন।

ছেলেটিও আসিল। দেখিয়া বুঝিলাম, ইহারাও দুর্দশাগ্রস্ত ভিক্ষুক। মুখে খাদ্য চাহিতেপারিতেছে না। বলিলাম—আপনাদের খাওয়া হয়নি তো, এত বেলায় কোথায় যাবেন—এখানেই দুটো ডাল ভাত।

—না না, একটু জল খেয়েই যাব। আপনাকে আর কেন বিরক্ত...মুসাবনীতে আমারভাইপো—

—সে কি হয়! বসুন বসুন—মুসাবনী এখান থেকে ছ'মাইল পথ।

না খাওয়াইয়া ছাড়িলাম না। দু'জন খাইয়াদাইয়া বিশ্রাম করিয়া বিকালের দিকে চলিয়াগেল।

রাত্রে শুইবার সময় হঠাৎ মনে পড়িল—এ কেমন হইল? ভাতের ফ্যান চাহিতেভিখিরির উপর রাগিয়া উঠিলাম, অথচ নদে-শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ শুনিয়া আদর করিয়া দু'জনকেখাওয়াইলাম, তখন তো চাউল বাঁচাইবার কথা মনে উঠিল না?

কেন এমন হয়?

ভাবিয়া দেখিলাম—ইহার কারণ সে ভিখিরি, আমার শ্রেণীর মানুষ নয়। নিজেকে আমি ভিখিরিরূপে কল্পনা করিতে পারি না, কিন্তু মনে মনে নিজেকে নদীয়াবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণরূপে অনায়াসে কল্পনা করিতে পারি।